আলী আহমেদ

বনাম

বিহার রাজ্য।

(2021 সালের ফৌজদারি আপিল নং 1374)

নভেম্বর 12,2021

[কে. এম. জোসেফ এবং পামিদিঘান্তম শ্রী নরসিম্হা, জে. জে।]

ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973: s.389-আপিলের জন্য দণ্ডাদেশ স্থগিত; জামিনে অভিযুক্তদের মুক্তি-দ্বিতীয় উত্তরদাতা-অভিযুক্তকে বিচার আদালত এস-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করেছে। 302 আইপিসি এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত-আপিল মুলতুবি রেখে, হাইকোর্ট এস-এর অধীনে দায়ের করা আবেদনের অনুমতি দেয়। 389 - অভিযোগকারীর আপিল অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ এস-এর প্রথম বিধান প্রবর্তনের সাথে। 389 , গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত একজন ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনপ্রণেতা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন যা অনুসরণ করতে হবে যেমন 'ডি' নির্দেশ করা হয়েছে-প্রতিটি আইন অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে-বিতর্কিত আদেশে, প্রথম বিধানের আদেশ অনুসরণ করা হয়নি-দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে জামিন মঞ্জুর করা স্পষ্টভাবে এস-এর অধীনে বিচারাধীন বন্দীকে জামিন মঞ্জুর করার থেকে আলাদা ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছে। 439 - দ্বিতীয় উত্তরদাতার পক্ষে যুক্তি যে অবলম্বন করা যেতে পারে জামিন বাতিল করার উদ্দেশ্য স্পষ্টতই আচরণের উপর ভিত্তি করে শর্ত লঙ্ঘনের মামলাগুলি মোকাবেলা করা আবেদনকারী (জামিনের আবেদনকারী) মূলত জামিন মঞ্জুরের পরে প্রথম বিধানের আদেশ অবশ্যই তার নিজস্ব অধিকারে পালন করতে হবে-অতএব, এই ক্ষেত্রে, বিতর্কিত আদেশগুলি আইনের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়-হাইকোর্ট দ্বিতীয় উত্তরদাতার দায়ের করা আবেদনগুলি গ্রহণ করতে এবং এস-এ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে। 389 . অতুল ত্রিপাঠি বনাম। উত্তরপ্রদেশ এবং অন্যান্য রাজ্য (2014) 9 এস. সি. সি 177 [2014] 14 এস. সি. আর 1188-- এর উপর নির্ভর করেছিল। কাশ্মীরা সিং বনাম। পঞ্জাব রাজ্য এ. আই. আর 1977 এস. সি 2147 [1978] । এস. সি. আর 385- উল্লিখিত।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2014] 14 এস. সি. আর 1188 অনুচ্ছেদ 5

[1978] 1 এসসিআর 385 উল্লেখ করা অনুচ্ছেদ 5

ফৌজদারি আপিলের বিচারঃ 2021 সালের ফৌজদারি আপিল নং 1374।

2019 সালের ফৌজদারি আপিল (ডিবি) No.599-এ পাটনার হাইকোর্টের বিচার বিভাগের 08.01.2020 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে। সঙ্গে।

ফৌজদারি আপিল নং। 1375 এবং 2021 সালের 1376।

এম. শোয়েব আলম, মিসেস ফৌজিয়া শাকিল, গৌতম ঝা, পঙ্কজ কুমার, মিসেস শ্বেতা ঝা, আইনজীবীরা। আবেদনকারীর জন্য। মণীশ কুমার, শ্রীমতী অনিশা মাথুর, সমীর আলী খান, গৌরব আগরওয়াল, আইনজীবীরা।

আদালতের আদেশটি পাশ করা হয়েছিল

আদেশ

কে. এম. জোসেফ, জে।
(1) লিভ মঞ্জুর করা হয়েছে।

(2) এই উভয় আবেদনে, আবেদনকারী হলেন অভিযোগকারী। তিনি হাইকোর্টের জারি করা আদেশের ব্যতিক্রম করেন, যা ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973 (Cr.P.C) (3)-এর 389 ধারার অধীনে বলে মনে করা হয়। এই উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় উত্তরদাতা আপিলগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধি, 1860 (আই. পি. সি)-এর ধারা 302 সহ অপরাধের জন্য বিচারের সম্মুখীন হয়েছিল। বিচার আদালত তাদের দোষী সাব্যস্ত করে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। এটি উক্ত দোষী সাব্যস্তকরণকে চ্যালেঞ্জ করছে যে 2019 সালে পাটনা হাইকোর্টের বিচারিক আদালতে ফৌজদারি আপিল দায়ের করা হয়েছিল। ধারা 389 Cr.P.C-এর অধীনে দায়ের করা আবেদনে জি-র বিরুদ্ধে আদেশ জারি করা হয়েছে।

(4) আমরা আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী এম শোয়েব আলম এবং উভয় মামলার দ্বিতীয় উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী গৌরব আগরওয়াল এবং রাজ্যের আইনজীবী শ্রী মণীশ কুমারের কথা শুনেছি।

[কে. এম. জোসেফ, জে।]

(5) আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত কৌঁসুলি একটি ধারা 389 Cr.P.C-এর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তিনি উল্লেখ করবেন যে এটি প্রথম বিধানের আদেশ যে কোনও আবেদন লিখিতভাবে তার আপত্তি জানাতে গেলে পাবলিক প্রসিকিউটরকে অবশ্যই একটি সুযোগ দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি অতুল ত্রিপাঠিভের এই আদালতের রায়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য (2014) 9 এস. সি. সি 177 যেখানে বি
এই আদালত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নরূপ নির্দেশ করেছেঃ

14. আপিলের একটি অনুলিপি এবং আপিলকারী কর্তৃক পাবলিক প্রসিকিউটরের উপর জামিনের আবেদনটি ফৌজদারি দণ্ডবিধির 389 (1) ধারার প্রথম বিধানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে না। আপিল আদালত পাবলিক প্রসিকিউটরের কথা না শুনেও সি-কে জামিন দিতে অস্বীকার করতে পারে। তবে, আপিল আদালত যদি জামিনে দোষীকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে আগ্রহী হয়, তা হলে পাবলিক প্রসিকিউটরকে লিখিতভাবে কারণ দেখানোর সুযোগ দেওয়া হবে যে কেন আপিলকারীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে না। এই ধরনের কঠোর বিধান হ কেবলমাত্র আদালতকে সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে যাতে আদালত বিবেচনা করতে পারে যে এটি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পদ্ধতি, অপরাধের গুরুত্ব, বয়স, অপরাধীর অপরাধমূলক পূর্বসূরী, ন্যায়বিচার-বিতরণ ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থার উপর প্রভাব ইত্যাদি বিবেচনা করে মুক্তির জন্য উপযুক্ত ডি মামলা কিনা। পাবলিক প্রসিকিউটরকে এই ধরনের সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও, লিখিতভাবে কোনও কারণ দেখানো না হলে,
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দশ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য কারাবাস, জি প্রথমে পাবলিক প্রসিকিউটরকে এই ধরনের মুক্তির বিরুদ্ধে লিখিতভাবে কারণ দেখানোর সুযোগ দেবে।

১৫. আইনি অবস্থানের সারসংক্ষেপ:

১৫.১. আপিল আদালত, যদি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত অথবা দশ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য দণ্ডিত কোন আসামীর মুক্তি বিবেচনা করতে আগ্রহী হন, তাহলে

প্রথমে পাবলিক প্রসিকিউটরকে এই ধরনের মুক্তির বিরুদ্ধে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেবেন।

15.2 . এই ধরনের সুযোগ দেওয়া হলে, রাজ্যকে লিখিতভাবে তার আপত্তি, যদি থাকে, দাখিল করতে হবে।

15.3 . যদি পাবলিক প্রসিকিউটর ফাইল না করেন লিখিত আপত্তি, আপিল আদালত তার আদেশে উল্লেখ করবে যে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ সত্ত্বেও কোনও আপত্তি দায়ের করা হয়নি। । 15.4 . আদালত আপত্তিতে নির্দিষ্ট করা হোক বা না হোক, সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিচক্ষণতার সাথে বিবেচনা করবে, যেমন

মুক্তির আদেশ দেওয়ার আগে অপরাধ, অপরাধের প্রকৃতি, বয়স, অপরাধীর অপরাধমূলক পূর্বসূরী, আদালতের প্রতি জনসাধারণের আস্থার উপর প্রভাব ইত্যাদি।

তিনি উল্লেখ করবেন যে যদিও এটি সত্য হতে পারে যে আদেশগুলি সি-কে দেখায় যে পাবলিক প্রসিকিউটরের শুনানি হয়েছিল, তবে প্রথম বিধানে বিবেচিত এবং এই আদালত পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে যে পদ্ধতিটি উল্লেখ করেছে তা অনুসরণ করা হয়নি। তিনি আরও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে 439 Cr.P.C ধারার অধীনে একটি আবেদন ডি দণ্ডাদেশের স্থগিতাদেশের জন্য একটি আবেদনের থেকে আলাদা ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে যা আইপিসি-র 302 ধারার সাথে জড়িত যা হল সেই অপরাধ যা নিয়ে আমরা এই মামলাগুলিতে উদ্বিগ্ন। অন্য কথায়, তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সেই নীতির দিকে যা এই আদালত কাশ্মীরা সিং বনাম-এর রায়ে উল্লেখ করেছে। পঞ্জাব রাজ্য এ. আই. আর 1977 এস. সি 2147। তিনি উল্লেখ করবেন যে, পরবর্তী রায়গুলিতেও এই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তিনি ই-কে নির্দেশ করবেন যে, এই আদেশটি এমন কোনও মামলায় জামিন মঞ্জুরের যৌক্তিকতা হিসাবে কোনও যুক্তি প্রকাশ করে না যেখানে বিচার আদালত প্রমাণ বিবেচনা করার পরে দ্বিতীয় উত্তরদাতাকে উভয় ক্ষেত্রেই দোষী সাব্যস্ত করেছে।

(6) অন্যদিকে, দ্বিতীয় উত্তরদাতার পক্ষে এফ-এর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী গৌরব আগরওয়াল উল্লেখ করবেন যে পাবলিক প্রসিকিউটরের 389 ধারায় দ্বিতীয় বিধান আহ্বান করার অধিকার রয়েছে যা তিনি করেননি। এমন নয় যে, তিনি আদেশের বিরোধিতা করার জন্য আবেদনকারীর অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন, কিন্তু তিনি বলবেন যে, তথ্যের ভিত্তিতে হস্তক্ষেপের জন্য কোনও মামলা তৈরি করা হবে না। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বিতর্কিত আদেশ অনুসারে, উভয় মামলার দ্বিতীয় আসামী জামিনে বেরিয়ে এসেছেন। প্রায় দুই বছর ধরে। আপিলকারী শেষ যুক্তিতে দ্বিতীয় উত্তরদাতার সঙ্গে যুক্ত হন যে দ্বিতীয় উত্তরদাতারা জামিনে বেরিয়ে এসেছেন এই বলে যে আপিলকারী যত দ্রুত সম্ভব বিষয়টি অনুসরণ করেছেন। চিঠিটি দ্বিতীয় উত্তরদাতার দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। এরপরে মামলাটি স্থগিত করা হয় এবং মামলাটি কেবল আজই নেওয়া যেতে পারে এবং এটি আপিলকারীর দোষ নয়। এটি আরও

[কে. এম. জোসেফ, জে।]

উল্লেখ করা হয়েছে যে আপিলকারীকে দোষারোপ করা যায় না এবং এটি এমন একটি মামলা যেখানে অভিযুক্ত আদেশগুলি আইনি ত্রুটিতে আক্রান্ত হওয়া ছাড়াও কোনও যুক্তি দেখায় না যা উল্লেখ করা হয়েছে। , প্রথম বিধানে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসরণ না করা।

। (7) আমরা ইতিমধ্যে উল্লিখিত হিসাবে রাষ্ট্রের পক্ষে বিদ্বান পরামর্শও শুনেছি।

(8) এটি প্রকৃতপক্ষে সত্য যে ধারা 389-এর প্রথম বিধান প্রবর্তনের সাথে সাথে আইনপ্রণেতা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত এমন একজন ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়টি অনুসরণ করা হয়েছে যা এর অধীনে নির্দেশিত হয়েছে। প্রতিটি আইন মেনে চলা উচিত। অতুল ত্রিপাঠির (উপরে) র রায়ে এই সি কোর্ট যে বিষয়টি লক্ষ্য করেছে যে এটি অনুসরণ করা উচিত। তা সত্ত্বেও, বিতর্কিত আদেশে দেখা যায় যে, প্রথম বিধানের আদেশটি অনুসরণ করা হয়নি। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর জামিন মঞ্জুর করা স্পষ্টতই 439 ধারার অধীনে বিচারাধীন বন্দীকে জামিন মঞ্জুর করার থেকে আলাদা ভিত্তিতে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার যুক্তি যে ধারা 389-এর দ্বিতীয় বিধানের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে তা ভুল। দ্বিতীয় শর্তটি যা বলে তা হল যখন কোনও ব্যক্তি 389 ধারার অধীনে জামিনে মুক্তি পান, তখন পাবলিক প্রসিকিউটর জামিন বাতিলের আবেদন করতে পারেন। আপাতদৃষ্টিতে জামিন বাতিল করার উদ্দেশ্য হল মূলত জামিন মঞ্জুরের পর আবেদনকারীর (জামিনের আবেদনকারী) আচরণের উপর ভিত্তি করে শর্ত লঙ্ঘনের মামলাগুলি মোকাবিলা করা। প্রথম বিধানের ই আদেশ অবশ্যই তার নিজস্ব অধিকারে পালন করতে হবে।

। (9) অতএব, আমরা মনে করি যে, এই ক্ষেত্রে, বিতর্কিত আদেশগুলি আইনের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যে, দ্বিতীয় উত্তরদাতাদের দায়ের করা আবেদনগুলি আবার বিবেচনা করার জন্য হাইকোর্টকে অনুরোধ করতে হবে। যাইহোক, আমরা লক্ষ্য করেছি যে উভয় মামলার দ্বিতীয় এফ উত্তরদাতা বেশ কিছুদিন ধরে বিতর্কিত আদেশের ভিত্তিতে জামিনে রয়েছেন। যাইহোক, আমরা এই সত্যটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে পারি না যে আদালতগুলি যে ডকেট বিস্ফোরণের সাথে জর্জরিত সে সম্পর্কে যে অভিযানের সাথে তাদের গ্রহণ করা হবে তার সাথে ফৌজদারি আপিল গ্রহণ করা হয় না। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি মামলার যোগ্যতার ভিত্তিতে সাসপেনশন/জামিনের জন্য জি আবেদনগুলি বিবেচনা করা হলে এই দিকগুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

(10) অতএব, আমরা আপিলের অনুমতি দিতে আগ্রহী এবং হাইকোর্টকে দ্বিতীয় উত্তরদাতার দায়ের করা আবেদনগুলি গ্রহণ করতে এবং ধারা 389-এ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার অনুরোধ করছি। আপিল

অনুমতি রয়েছে। বিতর্কিত আদেশগুলি সরিয়ে রাখা হয়। হাইকোর্ট প্রথম বিধান সহ 389 ধারার আদেশের কথা মাথায় রেখে আবেদনগুলি গ্রহণ করবে। উপরন্তু, আমরা নির্দেশ দেব যে উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় উত্তরদাতাকে আবেদন বিবেচনা করার সময় আত্মসমর্পণ করতে হবে না। তবে, তাদের ভাগ্য নির্ভর করবে আবেদনের বিবেচনার উপর। আমরা এটাও স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে আমরা প্রকাশ করিনি বিষয়টির গুণাগুণ। গৃহীত আদেশগুলি বিবেচনা করে, আমরা হাইকোর্টকে আবেদনগুলি গ্রহণ করার এবং এই আদেশের একটি অনুলিপি তার সামনে উপস্থাপনের তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করার অনুরোধ করছি।

ফৌজদারি আবেদন নং। 1376 2021 সালের

(এসএলপি (সিআরএল) থেকে বেরিয়ে আসা। 2021 (11-A)

(11) এর No.2665 লিভ মঞ্জুর করা হয়েছে।

(12) আবেদনকারীকে আইপিসির অন্তর্ভুক্ত ধারা 302-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি 389 ধারায় আবেদন করেন। বিতর্কিত আদেশটি নিম্নরূপ

" স্পেশাল লিভ পিটিশন (ক্রিমিনাল) ডায়েরি নং (গুলি) নিষ্পত্তির পরে এই আপিলটি একই শিরোনামে তালিকাভুক্ত করুন। 9485 2020 সালের, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট 08.01.2020 তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে উত্তরদাতাদের নোটিশ জারি করার নির্দেশ দিয়েছ এই আদালত দ্বারা 2019 সালের 599 নং আইডি। (ডিবি), যার মাধ্যমে সহ-দোষী ব্রিজ মোহন পান্ডের জামিনের জন্য ই আবেদন অনুমোদিত হয়েছিল।

(13) আজ আমরা সেই মামলার নিষ্পত্তি করেছি যা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরন্তু, আমাদের ইঙ্গিত দিতে হবে যে, হাইকোর্টের এই বিষয়টিকে এই সত্যের ভিত্তিতে মুলতুবি রাখা উচিত ছিল না যে, একজন সহ-দোষী কর্তৃক বরখাস্তের জন্য দায়ের করা আবেদনের বিষয়ে একটি এসএলপি দায়ের করা হয়েছে। চ দণ্ডাদেশ স্থগিত এবং আপিলকারীর জামিনের আবেদনটি তার ব্যক্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত ছিল।

(14) তবে, আমরা ইতিমধ্যে অন্যান্য মামলাগুলির নিষ্পত্তি করেছি এই বিষয়টি বিবেচনা করে, দণ্ডাদেশ স্থগিত এবং জামিনের জন্য 389 ধারার অধীনে আপিলকারীর দায়ের করা আবেদনটি কেন তার নিজস্ব অধিকারে বিবেচনা করা উচিত নয় তার কোনও কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তদনুসারে, আমরা আপিল নিষ্পত্তি করি। এই রায়ের অনুলিপি উপস্থাপনের তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যেআপিলকারীর দায়ের করা আবেদনটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য হাইকোর্টকে অনুরোধ করে।

দেবিকা গুজরাল আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen